প্রতিকূলতার মুকাবিলা

(Facing Adversaries)

আদিপুস্তক ২৫ অধ্যায় ১৯-২৯ পদ

কয়েক বছর আগে আমরা আদিপুস্তক থেকে শিখেছিলাম। সেই সময় আদিপুস্তক ২৫ অধ্যায় পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের বিষয় আমরা শিখেছিলাম। আজ থেকে আমরা অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত সন্তান তথা আমাদের বিশ্বাসের আরও একজন কুলপতি ইস্হাকের বিষয় শিখব। আদিপুস্তক ২১ অধ্যায়ে ইস্হাকের জন্মের কথা এবং ২৪ অধ্যায়ে ইস্হাকের বিবাহের কথা বলা হলেও, ২৫:১৯ পদ থেকে ইস্হাকের পৃথক বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে।

ক। ইস্হাকের জীবনে অব্রাহামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি

পিতা অব্রাহামের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তাদের বেশির ভাগ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা ইস্হাকের জীবনেও দেখতে পাই। আর সেই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি আমাদের বিশ্বাসী সন্তানেরা কীভাবে আমাদের সবলতা ও দুর্বলতায় অংশ নিয়ে থাকে।

(১) বন্ধ্যাত্বের সমস্যা: প্রথমত, অব্রাহামের স্ত্রী সারার মতো আমরা ইস্হাকের স্ত্রী রিবিকার বন্ধ্যাত্বকে দেখতে পাই। ২১ পদে বলা হয়েছে, *"ইস্হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে . . .।"* এখন এই সমস্যা যে কেবল তাদের দুজনের সমস্যা, তা নয়, কারণ ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে মহাজাতির প্রতিজ্ঞা করেছেন (১২:২), এবং বারংবার তার পুনরাবৃত্তি করেছেন (১৩:১৬; ১৫:৫; ১৭:৬; ২২:১৭) তার পূর্ণতার পথে রিবিকার বন্ধ্যাত্ব বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(২) দুর্ভিক্ষের সমস্যা: দ্বিতীয়ত, তাঁর পিতার মতো ইস্হাক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল। ২৬:১ পদে বলা হয়েছে, *"পূর্বে অব্রাহামের সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তা ছাড়া দেশে আরও এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। তখন ইস্হাক গরারে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেল।"* ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে যখন এমন দুর্ভিক্ষ এসেছিল, তখন ইস্হাককে সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, সেই দেশে সে থাকবে না কি সবুজ ঘাসের লোভে মিসরে নেমে যাবে। সেই দুর্বলতার মাঝে ইস্হাক আবার পিতাকে অনুকরণ করে নিজের জীবন রক্ষা করতে নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিল (২৬:১-১১)।

(৩) পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ: পশুদের যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে ইস্হাকের পশুপালকদের সঙ্গে অবীমেলকের পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ তৈরী হয়েছিল (২৬:১২-৩৫)। এই ঘটনাকেও আমরা অব্রাহামের ও লোটের পশুপালকদের মধ্যে বিবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি (১৩:৫-৯)। অর্থাৎ, ইস্হাকের জীবনকে আমরা অব্রাহামের জীবনের পুনরাবৃত্তি বলতে পারি।

কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্যে আমরা যে সত্য দেখতে পাই, তা হল, নতুন প্রজন্মের প্রতিও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা প্রসারিত হয়েছে, অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইস্হাকের প্রতিও বলবৎ হয়েছে। এখন এই শিক্ষা আদিপুস্তকের প্রথম পাঠকদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যখন আদিপুস্তক লিপিবদ্ধ করেন, তখন এই পুস্তকের প্রথম পাঠকরা ছিল সেই প্রান্তরের প্রজন্ম, যারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল। তারা ব্যক্তিগতভাবে মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি; তার জন্য তাদের পিতার সাক্ষ্যে তাদের আস্থা রাখার প্রয়োজন ছিল। তাদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে ঈশ্বর মহৎ মহৎ কাজ করেছেন, তিনি কি তাদের জন্যও তা করবেন? ফলস্বরূপ, তারা কনান অধিকার করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ইস্হাকের কাহিনী তাদের কাছে বিশেষ সাহায্য করেছিল। কারণ, ইস্হাক যেমন তার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বরে আস্থা রেখেছিল, ঠিক তেমনই প্রান্তরের সেই দ্বিতীয় প্রজন্মের ইস্রায়েলীয়রা যখন যিহোশূয়ের নেতৃত্বে কনান অধিকার করবে তখন তারাও মোশির ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

রাখতে পারবে।

আমাদের জন্য এবং আমাদের সন্তানদের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা; কারণ আমরাও অব্রাহামের, ইস্হাকের, মোশির ও যিহোশূয়ের ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারি, যিনি আমাদের সময় ও পরিস্থিতিতে একই বিশ্বস্ততায় আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা সকল পূর্ণ করে থাকেন। আমাদের ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল, তাঁর বিশ্বস্ততা অনন্তকাল স্থায়ী।

খ। রিবিকার বন্ধ্যাত্ব, ইস্হাকের প্রার্থনা ও সেই প্রার্থনার উত্তর

ইস্হাকের কাহিনী আদি ২৫:২১ পদে রিবিকার বন্ধ্যাত্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। রিবিকা সন্তান ধারণে অক্ষম ছিল। এটি হল একটি সর্বকালের সমস্যা, আর এর ব্যথা কেবল এর ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ইস্হাক ও রিবিকার ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল খুবই চরম, যেহেতু মহাজাতি সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতায় তাদের সন্তান লাভ ছিল একান্ত প্রয়োজন। তথাপি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৪০ বৎসর পূর্বে তাদের পিতা-মাতা অব্রাহাম ও সারা যে সমস্যার মুকাবিলা করেছিল, তারাও সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। হয়ত, এমন পরিস্থিতিতে অব্রাহামের মতো ইস্হাকও একই প্রশ্ন করেছিল: ঈশ্বর কি নিজের শক্তিতে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারেন, না কি, তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে আমাদের সাহায্য তাঁর অবশ্য প্রয়োজন?

অব্রাহাম তার জীবৎকালে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে এ বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং শেষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। অব্রাহাম উপলব্ধি করেছিলেন, *"ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করা ও ধার্মিক গণিত হওয়া"* (আদি ১৫:৬) এক কথা; আর **দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে** সেই বিশ্বাসকে মাথা থেকে হৃদয়ে স্থানান্তরিত করা, অন্য কথা।

এই কথা আমাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য যদিও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছি, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে তাঁর উপর আস্থা রাখার বিষয় আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। আমি কাকে বিয়ে করব? আমি কীভাবে চাকরি পাব বা কী চাকরি করব? আমি আমার কর্মস্থলে নির্দিষ্ট কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে কী ধরণের আচরণ করব? আমার কোনও সম্পর্ক যখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন আমি কী সিদ্ধান্ত নেব? এর অর্থ, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে আবার, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আমরা যখন পূর্ণ হতে দেখি না, তৎক্ষনাৎ শয়তান আমাদের সর্টকাট পথ দেখায় ও একই ফল লাভের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। অব্রাহাম ও সারার ক্ষেত্রে, শয়তান সারার মিস্রিয় দাসী হাগারের মাধ্যমে এই সর্টকাট পথ উপস্থিত করেছিল (আদি ১৬)। মানুষের জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে এটি ছিল একটি বাস্তব পথ। কিন্তু এর পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক। এই রণকৌশলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল সে প্রতিজ্ঞাত সন্তান ইস্হাক ছিল না, কিন্তু সে ছিল ইশ্মায়েল।

আমাদের বিশ্বাসের কুলপতিরা যেমন তাদের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন, আমরাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একই ভাবে আমাদের বিশ্বাসকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকি। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত হল: কাজে লাগবে না মনে হলেও ঈশ্বরে আস্থা রাখা, অথবা শয়তানের সর্টকাট পথ অবলম্বন করা। এখন, এমন পরিস্থিতিতে ইস্হাক কোন পথ অবলম্বন করেছিল? ইস্হাককে আমরা আমাদের বিশ্বাসের মডেল হিসাবে দেখতে পাই। আদি ২৫:২১ পদে বলা হয়েছে, *"ইস্হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে তিনি তাঁর জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তাতে সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনলেন, তাঁর স্ত্রী রিবিকা গর্ভবতী হলেন।"*

এখন, এই পদে যে ভাবে রিবিকার গর্ভবতী হবার কথা বলা হয়েছে, তা পাঠ করার পর মনে হয়, রিবিকা খুব সহজে গর্ভবতী হয়েছিল। ইস্হাক প্রার্থনা করলেন, আর ঈশ্বর তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। কিন্তু বাস্তবে এই ঘটনা এত সহজে ঘটেনি। ইস্হাক ও রিবিকার জীবনে সন্তানবিহীন হয়ে থাকাটা কত কঠিন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিল, তা আমরা তখন উলব্ধি করি, যখন আমরা আদি ২৫:২০ এবং ২৬ পদ একসঙ্গে পাঠ করি। ২০ পদে বলা হয়েছে, *"৪০ বৎসর বয়সে ইস্হাক অরামীয় বথূয়েলের কন্যা অরামীয় লাবনের বোন রিবিকাকে পদ্দন-অরাম থেকে এনে বিয়ে করেন।"* অর্থাৎ, ইস্হাক তার ৪০ বৎসর বয়সে রিবিকাকে বিয়ে করেছিল। আর ২৬ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"ইস্হাকের ৬০ বৎসর বয়সে এই যমজ পুত্র হল।"* অর্থাৎ, তাদের পূর্বে অব্রাহাম ও সারার ন্যায়, ইস্হাক ও রিবিকাকেও তাদের প্রার্থনার উত্তর পেতে দীর্ঘ ২০ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০ বৎসর সামান্য সময় নয়। বৎসরের পর বৎসর কেটে গেছে, কিন্তু সন্তান লাভের জন্য তাদের প্রার্থনার উত্তরের কোনও আভাষ তাদের চোখে পড়েনি।

কিন্তু অব্রাহাম ও সারার মতো এই অপেক্ষার মধ্যে ইস্হাক ও রিবিকার মধ্যে কোনও চাপ ছিল না। কারণ, তারা অব্রাহাম ও সারার জীবনে ঈশ্বরের কাজ দেখেছে এবং তার মাধ্যমে এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় ভরসা রাখা সম্ভব। ইস্হাক ভালো করেই জানে, সেই ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায়, মানুষের কোনও সাহায্য ছাড়াই অলৌকিক ভাবে তাঁর পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে জন্ম দিয়েছেন। তাই, ইস্হাক ও রিবিকা কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। তাঁরা এত অনুগত ভাবে অপেক্ষা করেছে যে, তাদের প্রার্থনা করা ও সেই প্রার্থনার উত্তর লাভের মধ্যে অন্য কোনও ঘটনার বর্ণনা প্রয়োজন হয়নি। অব্রাহাম ও সারার মতো তাদের জীবনে কোনও হাগারকে আমরা দেখতে পাই না। শয়তানের সর্টকাট পদ্ধতির প্রতি তাঁরা কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর হাতে, তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করেছেন। এমন মনোভাবে আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন যেসমস্ত প্রার্থনার উত্তর পেতে আমাদের সবথেকে বেশি অপেক্ষা করতে হয়, সেগুলি আমাদের বিশ্বাসকে সবথেকে বেশি দৃঢ় করে। কারণ, শেষপর্যন্ত যখন সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর আমরা লাভ করি, তখন আমরা তাদের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ঈশ্বরের হাতকে দেখতে পাই।

কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের এই পার্থিব জীবনে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর না দেন, তাহলে কী হবে? দীর্ঘকাল অপেক্ষা সত্ত্বেও তিনি যদি আমাদের নিরাশ করেন, তাহলে কী হবে? মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর স্বর্গের স্লট মেশিন নন, যাঁর হাত পেঁচিয়ে আমরা বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারি বা আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। তিনি স্বর্গীয় ধনভাণ্ডারের এমন জিম্মাদার নন, যিনি আমাদেরকে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের পুরস্কার দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন, আমাদের কেবল সঠিক সংখ্যা ডায়াল করতে হবে।

পরিবর্তে, তিনি উত্তম ঈশ্বর। আমাদের ভালোর জন্য যা প্রয়োজন, তিনি তা আমাদের দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভালোবাসার একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীস্টকে আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের তাঁর উপস্থিতির অনন্তজীবন দিয়েছেন। এখন, তা যদি আমরা লাভ করে থাকি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কি কোনও অভাব আছে? আমরা যখন নিষ্ঠা সহকারে, অশ্রুজলে বিভিন্ন জাগতিক প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, কিন্তু তার উত্তর পাই না, তখন অনেক সময় আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে থাকি। তখন আমাদের সেই আচরণকে সেই ছোট্ট ছেলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে বড়দিনে যে সমস্ত উপহার পেয়েছে, তা তার পছন্দের কাগজে মোড়ানো হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের উত্তমতা ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যুর দ্বারা প্রশ্নাতীত ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। তাই, পৃথিবীর মাটিতে যীশু যে দুঃখভোগ ও ত্যাগস্বীকারের জীবন যাপন করেছেন, তিনি যখন আমাদেরও সেই একই জীবন যাপন করতে আহ্বান করেন, তখনও তাঁর উত্তমতা একই ভাবে রক্ষিত হয়।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারেন, যিনি ক্যান্সারের ন্যায় অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছেন এবং এমন প্রশ্ন করে চলেছেন: *"এই যন্ত্রণার কারণ কী? আর কতকাল আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে, আমাকে সুস্থ করে কি প্রভু তুমি গৌরবান্বিত হতে পার না?"* এই সমস্ত প্রশ্নের যদিও কোনও সহজ উত্তর নেই, কিন্তু আমরা তাঁর সেই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করতে পারি যে তিনি এ সমস্তের মধ্যেও আমাদের সঙ্গে আছেন (মথি ২৮:২০; ইব্রীয় ১৩:৫); কেবল তাই নয়, পৌলের ন্যায় আমরা নিশ্চয় জানি, *"কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোনও সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীস্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের পৃথক করতে পারবে না"* (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)। বিশ্বাসী আমরা বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়, কিন্তু এই কথায় বিশ্বাসে চলি (২করি ৫:৭)। কিন্তু আমরা যখন বিশ্বাসে সেই কঠিন পথ অতিক্রম করি, আমরা বারে বারে পিছন ফিরে সেই ক্রুশের দিকে তাকাতে পারি, যেখানে চিরকালের জন্য একবার সেই প্রেম প্রদর্শিত হয়েছে।

আজ আমরা যখন ইস্হাক ও রিবিকার জীবন থেকে শিখছি, তখন আমরা আমাদের বিশ্বাস জীবনকে পুনরায় ফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমরা যা বিশ্বাস করি, তা মেনে কি আমরা আমাদের জীবন যাপন করি? না কি, আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জীবন ও প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বর্তমান? মনে রাখতে হবে, খ্রীস্টবিশ্বাস আর পাঁচটা ধর্মের ন্যায় কেবল আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, বা কাজ নয়। খ্রীস্টবিশ্বাস হল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। আর তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই সম্পর্ক যে বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তা হল, আমরা পাপী হলেও তিনি তাঁর উত্তমতায় আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে তাঁর সন্তান করেছেন। আর তাই তিনি সর্বদা তাঁর ইচ্ছায় আমাদের ভালো করে থাকেন (রোমীয় ৮:২৮)। এই কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে বাধ্য। আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাঁর উপর জোর জুলুম চালানো নয়, জগতের বাঁকা পথ অতিক্রম করে ইচ্ছা সিদ্ধ করার চেষ্টাও নয়; পরিবর্তে তাঁর ইচ্ছাকে সাদরে গ্রহণ করতে আমাদের আগ্রহ। আজ যখন বিশ্বাসে তাঁর কাছে আমরা বিভিন্ন বিষয় আশা করি, কিন্তু উত্তর পেতে বিলম্ব হয়, কিংবা তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন, আমরা কি তখন চটে যাই; না কি, তাঁর উত্তরের মধ্যেও আমাদের প্রতি তাঁর উত্তমতাকে আমরা দেখতে পাই? (দানিয়েল ৩:১৭-১৮; লূক ২২:৪২)। খ্রীস্টবিশ্বাসের অর্থ, কয়েকটি ঈশতাত্ত্বিক সত্য অথবা স্বীকারোক্তির প্রতি কেবল মস্তিষ্কগত সম্মতি নয়; কিন্তু সেই সম্মতির পাশাপাশি সেই সমস্ত সত্য মেনে জীবন যাপন, ব্যবহারিক জীবনে তাদের বাস্তব প্রয়োগ। প্রতিজ্ঞা পূর্ণতায় বিলম্ব দেখেও ইস্হাক ও রিবিকা যেমন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রেখেছিল, আমরা কি তাদের অনুসরণ করে চলেছি?

আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আমরা কী ধরণের খ্রীস্টবিশ্বাসের জীবন যাপন করছি, তার দ্বারা আমরা আমাদের সন্তানদের জীবনে ছাপ ফেলছি। তারা আমাদের দেখছে, আমাদের কাছ থেকে শিখছে। তারা পরবর্তীকালে আমাদেরই অনুসরণ করবে, ইস্হাক যেমন অব্রাহামকে অনুসরণ করেছিল। আসুন, ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুমতি দেন, তখন তার মধ্যেও তাঁর উত্তমতাকে দেখতে আমরা চেষ্টা করি। শয়তানের সর্টকাট পথ অনুসরণ নয়, কিন্তু ধৈর্য সহকারে তাঁতে আস্থা রেখে আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com